দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ২ ...

৭৭

নাটকীয় সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এবার থেকে কৃষি শিক্ষা ও ট্রেড কোর্স এবং কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার॥ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার রবিবার নাটকীয় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন ঃ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ বছর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা ও ট্রেড কোর্স চালু করা হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রবর্তন করা হবে কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা।

দৈনিক জনকণ্ঠে শুক্রবার 'ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে জীবনমুখী পরিবর্তনের উদ্যোগ' এবং শনিবার 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শীঘ্রই ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে' শিরোনামে দু'টি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর ওপর রবিবার দুপুর ১২টায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন বলে তথ্য অধিদফতর তাদের ৮৩৯ নম্বর আমন্ত্রণলিপিতে সব পত্রিকাকে জানায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শনিবার প্রত্যেক পত্রিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সে মতো রবিবার দুপুর ১২টার আগে মন্ত্রণালয়ের পুলিশ পাহারা অতিক্রম করে দু'এক জন সাংবাদিক তথ্য অধিকর্তার দফতরে হাজির হলে তিনি জানান মন্ত্রী অসুস্থ তাই শেষ মুহূর্তে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। আপনারা দয়া করে চা খেয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে তাঁর ডাক পড়ে। ফিরে এলেই তাঁর সুর পাল্টে যায়। নবাগতদের প্রশ্নের জবাবে বলতে থাকেন 'হাইলি টেকনিক্যাল' কারণে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। আপনারা লাইট রিফ্রেশমেন্ট করে যাবেন। ১২টা ৫ মিনিটে সাংবাদিকদের নিয়ে তিনি সভাকক্ষে আসেন। সভাকক্ষে উপস্থিত যুগ্মসচিব খাদেমুল ইসলাম ১২টা ১০ মিনিটে জানান, মন্ত্রীর অসুস্থতার কারণে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। হালকা নাশতা আসছে দয়া করে অপেক্ষা করুন।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

নাশতা শেষ হতে না হতেই এক জন জুনিয়র কর্মকর্তা বললেন শিক্ষাসচিব মন্ত্রীর কামরায় এসেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী সচিবকে নিয়ে ১২টা ৩৫ মিনিটে সভাকক্ষে এলেন। কিঞ্চিত বিব্রত স্বরে বললেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত সাংবাদিক সম্মেলন মাগুরার উপনির্বাচনের দিনে পড়ায় তা বাতিল করা হয়েছে। আপনারা অনুমতি দিলে পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন সম্পর্কিত নন কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। উপনির্বাচন সকালে শুরু হয়েছে দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য কিভাবে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর না দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি শুরু করছি শিক্ষাসচিব এরশাদুল হক পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাসচিব বলেন, এ বছর ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে কৃষি শিক্ষা চালু হচ্ছে। আগামী বছর দশম শ্রেণীতে চালু হবে। মেয়েদের বিকল্প বিষয় হিসাবে থাকবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মাদ্রাসায়ও কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, পাঠ্য পুস্তক তৈরি করে ছাপতে দেয়া হয়েছে। তিন মাস পর হলেও ছাত্রদের খুব একটা অসুবিধা হবে না। কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করবেন। ৬০ ভাগ মার্ক তত্ত্বমূলক এবং বাকি ৪০ ভাগ প্রাকটিক্যাল। এ ব্যাপারে ৪ মন্ত্রণালয় থেকে একটি যৌথ সার্কুলার দেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষাসচিব বলেন, উত্তরপত্রের বস্তুনিষ্ঠ, দ্রুত ও ত্রুটিমুক্ত মূল্যায়নের জন্য কম্পিউটার সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। এবার পরীক্ষার পর দু'মাসের মধ্যে একই দিন কেন্দ্রীয়ভাবে ৪ বোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। তবে সব বোর্ডে কম্পিউটার বসানোর পর অন্য বোর্ডের ওপর তার দায়িত্ব দেয়া হবে বলে তিনি জানান। শিক্ষাসচিব বলেন, ৩ কোটি ২০ লাখ লিখো কোড করা হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর অপটিক্যাল মার্ক রিডার পরীক্ষা করবে। কম্পিউটারই হবে পরীক্ষক। তবে রচনা অংশ পরীক্ষার জন্য উত্তরপত্র পরীক্ষকের কাছে যাবে। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষাসচিব বলেন, শিক্ষকদের প্রতি অনাস্থা নয়, ত্রুটির সম্ভাবনা কমানোর জন্যই এ ব্যবস্থা। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জরিপের ভিত্তিতে ১শ' ৪৬টি স্কুলের অনুদান বন্ধ করা হয়েছে। স্কুলের অনুদান ও উন্নয়ন শর্তের কারণে এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। গত বার এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৩৫ হাজার, এবার ৬ লাখ ৮০ হাজার মাত্র।